শূন্য হইয়া হরিনামসুধা পান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধাপিপাসা, ভয়শোকমোহ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।"

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকস্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিং ॥ ৪।২৯।৪১

দেহাভিমানী জীবলোকের স্বভাবজাত যে সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া যাহারা শ্রীভগবানের কথামৃতসমুদ্রে রতি না করে, তাহারা যদি মহৎগণের কীর্ত্ত্যমান শ্রীভগবানের যশোগাথা শ্রবণ করে, তবে তাহা নিজমাহাত্ম্যে ঐ সকল ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতিকে প্রথমতঃ দূরীভূত করিয়া দেয়; অবশেষে শ্রবণকারীর হৃদয়ে নিজমাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া দেয়। ইহাই দুইটি শ্লোকের নিষ্কর্ষ তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠং, তস্য তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাৎ পরমরসময়ত্বাচ্চ। তত্র পূর্ব্বস্মাদ্ যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ। ইতি ॥ ২৬০ ॥

মহামুনিঃ সর্ব্বমহন্মহনীয়চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান। অত্র কিংবা পরৈরিত্যাদিনা শব্দস্বাভাবিকমাহাত্ম্যং দর্শিতম্ ॥ ১০ ॥ ১ ॥ শ্রীব্যাসঃ ॥ ২৬০ ॥

সেই শ্রবণমধ্যেও কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণই পরমশ্রেষ্ঠ। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দগুলি পরম প্রভাবময় এবং পরম রসময়। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দসমূহ যে পরম প্রভাবময়, তাহাই দেখাইতেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

যাহার চরণপঙ্কজ সকল মহাপুরুষগণ আরাধনা করেন, সেই মহামুনি ভগবান্ শ্রীনারায়ণই এই শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবিত করিয়াছেন। ইহাতে এমত পরম প্রভাবময় শব্দ এবং পরম আস্বাদন আছে বলিয়া শ্রবণসমকালেই সদ্য হৃদয়ে পরমেশ্বর অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। অন্য কোন শাস্ত্র বা সাধনের দ্বারা কি সদ্য হৃদয়ে পরমেশ্বর অবরুদ্ধ হয়েন? "কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ" অর্থাৎ অন্য কোন শাস্ত্র বা সাধনের দ্বারা কি ভগবান সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন— এইপ্রকার ভক্তি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতীয় শব্দের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে ॥ ২৬০ ॥

উত্তরস্মাদ্ যথা—সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদরতিঃ কচিৎ ॥ ২৬১ ॥

তদ্রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তস্য ॥ ১২ । ১৩ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২৬১ ॥